নাহবেমীর কিতাবের শিক্ষার্থীদের কিতাব শুরু করার পূর্ব জ্ঞাতব্য, জরুরী বিষয়ের সহায়ক গ্রন্থ

مقدمۂ نحومیر

মুকাদ্দামায়ে নাহবেমীর

সংকলক

মাওলানা মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

শিক্ষক : জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসা।

পূর্ব অম্বরনগর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

সম্পাদনায়

মাওলানা ফজলুল্লাহ্ শফি

শিক্ষাসচিব : জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসা।

পূর্ব অম্বরনগর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ২
প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য

"নাহবেমীর" এটি নাহব শাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার কিতাব। আর কোন শাস্ত্র বুঝার জন্য ঐ শাস্ত্রের প্রাথমিক বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক। আর এই প্রাথমিক বিষয় গুলোকে مقدمة العلم ও বলে। যেকোনো শাস্ত্রের مقدمة العلم এর মধ্যে সাধারণত ঐ শাস্ত্রের ৮টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

تعریف - موضوع - غرض - غایت - ضرورت وحاجت - قدر ومنزل - تدوین - وجه تسمیهٔ فن -

১। পরিচয়। ২। বিষয়বস্তু। ৩। উদ্দেশ্য। ৪। লক্ষ্য। ৫। প্রয়োজনীয়তা। ৬। মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য। ৭। প্রণয়ন। ৮। শাস্ত্রের নামকরণ। সাথে সাথে যে কিতাব থেকে উক্ত শাস্ত্র পড়া হয় সে কিতাবের লেখকের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে কিছু জানা থাকা আবশ্যক।

مبادئ علم نحو বা ইলমে নাহবের প্রাথমিক বিষয়াদি

১। ইলমে নাহবের تعریف বা পরিচয় :

- نحو শব্দের আভিধানিক অর্থ : نحو শব্দটি واحد এর جمع হলো انحاء , النحو এটি বাবে نصر এর মাসদার (نَحَا يَنْحُوْ نَحْوًا) অর্থ ইচ্ছা করা। তাছাড়াও আরবী ভাষায় نحو শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারমধ্য ১৩ অর্থ দুটি ফার্সী কবিতায় একসাথে পাওয়া যায়। কবিতা দুটি এই :

  هفت معنی نحو دارد جمله را از من بجو : قصد و مقدار و قبیله نوع شرح شبه سو.

  نحو را شش معنی دیگر یاد میدار اے شفیق : میل و اعراض و فصاحت اعتماد صرف و طریق

  ১.ইচ্ছা ২.পরিমাণ ৩.গোত্র ৪.প্রকার ৫.ব্যাখ্যা ৬.উদাহরণ ৭.দিক ৮.আকৃষ্ট ৯.বিমুখ ১০. বাক্যের বিশুদ্ধতা ১১.নির্ভর ১২.ফিরানো ১৩.রাস্তা, পদ্ধতি।

- ইলমে নাহবের পারিভাষিক সংজ্ঞা : নাহু এমন কিছু কায়দা-কানুন জানার নাম যার দ্বারা معرب ও مبنی হওয়ার দিকদিয়ে তিনো প্রকার কালিমার শেষ অবস্থা ও বাক্য গঠনপ্রণালী শিক্ষা করা যায়।

২। موضوع তথা আলোচ্য বিষয় : ইলমে নাহবের আলোচ্যে বিষয় كلمه এবং كلام

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ৩

৩। غرض غایت তথা লক্ষ্য উদ্দেশ্য :

ইলমে নাহবের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো: সহীহ্ শুদ্ধরুপে আরবী ভাষা পড়তে লিখতে ও বলতে পারা।

৪। প্রয়োজনীয়তা : শুদ্ধ আরবী ভাষা পড়তে লিখতে ও বলতে হলে ইলমে নাহু ও ইলমে সরফের বিকল্প নেই।

৫। মর্যাদা : ইলমে নাহবের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে :

النحو في الكلام كالملح في الطعام - النحو ام العلوم والصرف ابوها -

অর্থাৎ : নাহু আরবী ভাষার ক্ষেত্রে খাবারের লবণের ন্যায় / নাহব হলো সকল ইলমের জন্য মায়ের মতো আর সরফ পিতার মতো।

৬। হুকুম : ইলমে নাহব অর্জন করা ফরজে কেফায়া ; আল্লাহর কিতাব ও ও রাসূল সাঃ এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে হলে আরবী ভাষার প্রয়োজন হয়। আর আরবী ভাষা ভালো করে জানতে হলে নাহবের প্রয়োজন হয়।

হযরত ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত :

تعلمون النحو كما تعلمون السنن والفرائض.

অর্থ :ইলমে নাহবকে সেভাবে শিখো যেভাবে ফরজ ও সুনান শিক্ষা করে থাকো।

৭। নামকরণ : نحو অর্থ ইচ্ছা করা। হযরত আলী রাঃ এর নির্দেশে যখন আবুল আসওয়াদ দুয়ালী আরবী ভাষার (ইলমে নাহবের) কিছু কাওয়ায়েদ সংকলন করে হযরত আলী রাঃ এর খেদমতে পেশ করলেন তখন আলী রাঃ খুশী হয়ে বললো : ما احسنتَ هذا النحو الذي قد نحوتَ কত সুন্দর ইচ্ছা করেছো। এজন্যই আরবী ভাষার কায়দা কানুনগুলোকে নাহব নামে নামকরণ করা হয়।

৮। ইলমে নাহব সংকলনের প্রয়োজনীয়তা : আবু বকর মোহাম্মদ বিন হাসান যাইদী বলেন: জাহেলী যুগ ইসলামের প্রারম্ভিক দিকে আরবরা সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী কোন কষ্ট ছাড়াই ফসীহ্ ও বলীগ আরবী ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু যখন দ্বীন ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্ম ও জাতীর উপর বিজয়ী হলো। এবং বিভিন্ন ভাষার লোক যখন

ঝাকে ঝাকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগলো। আরবী ও অনারবী লোকদের সংমিশ্রণের কারণে আরবী ভাষায় গড়বড় সৃষ্টি হলো। মানুষ ভুলভাল আরবী বলতে লাগলো। তখন আরবী ভাষার কায়দা-কানুন সংকলনের প্রয়োজন দেখা দিল।

৯। ইলমে নাহব সংকলনের ইতিহাস :

১। হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়ালী হতে বর্ণিত : আমি একবার আমিরুর মু'মিনীন হযরত আলী রাঃ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে একটি কাগজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম। হে আমীরুল মু'মিনিন এটি কি? তিনি বললেন : আমি আরবী ভাষার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখলাম তাহা অনারবীদের সংমিশ্রণের কারণে গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি কিছু নিয়ম কানুন গঠন করালাম। যাতে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে এই গড়বড়তা দূর হয়ে যায়। এটা বলে তিনি কাগজটি আমাকে দিয়ে নির্দেশ করলেন যে তুমি এ কাগজটি ভালো করে দেখো ও এই অনুযায়ী কাওয়ায়েদ গঠন করো। যদি তোমার দৃষ্টিতে বাড়তি কোনকিছু পাও তাহলে সেগুলো ও সংযুক্ত করে দিবে। আমি কাগজটি দেখলাম। তার বিষয়বস্তু এমন ছিলো

الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ماانبأ عن المسمى والفعل ماانبي به والحرفماافاد معنى

সুতরাং আমি এই উসুলের আলোকে নাহবী কাওয়ায়েদ একত্রিত করা শুরু করলাম। এবং عطف ، نعت ، تعجب ، استفهام ইত্যাদির অধ্যায় ও সংযুক্ত করলাম।যখন ان এবং اخوات ان এর অধ্যায় পর্যন্ত পৌছলাম। তখন তাহা আলী রাঃ এর খেদমতে পেশ করলে তিনি বলেন لكن এর অধ্যায়টিও এর যুক্ত করো।এভাবেই আমি তার নির্দেশনা অনুযায়ী নাহুর অধ্যায় গুলো সংযুক্ত করছিলাম।সুতরাং যখন এটি একটি বিশেষ সমষ্টিতে পরিনত হলো। তখন তিনি তা দেখে বললেন :

مااحسن هذا النحو الذي قد نحوت فلذلك سمى النحو

তুমি কত সুন্দর ইচ্ছা করেছো, এজন্যই এর নাম নাহু রাখা হয়েছে।

২। এমন ও বর্ণনা আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর খেলাফতকালে এক গ্রাম্য ব্যাক্তি মানুষদেরকে বললো কেউ আছো কি যে আমাকে মুহাম্মদ সাঃ অবতীর্ণ কালামে ইলাহীর কিছু শিখাবে? একথা শুনে এক ব্যাক্তি তাকে সূরায়ে বারায়াতের কিছু আয়াত

পড়াতে লাগলো। এবং সে [ان الله بريئ من المشركين ورسوله] এ আয়াতের মধ্যে رسوله কে جر এর সাথে পড়লো। তখন সে গ্রাম্য ব্যক্তি বললো : আল্লাহ কি তার রাসূল থেকেও বারী? যদি বিষয়টি এমনি হয়। তাহলে আমিও তাঁর থেকে বারী। এই ঘটনা হযরত ওমর রাঃ জেনে ঐ গ্রাম্য লোকটিকে ডেকে বললো বিষয় এমন নয়। বরং বিষয়টি হলো এই আয়াতের মধ্যে রাসূল শব্দটি “যবর” এর সাথে হবে। এরপর তিনি আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে নাহব প্রণয়নের নির্দেশ দিলে তিনি নাহবের কাওয়ায়েদ প্রণয়ন করেন।

ইলমে নাহবের প্রথম প্রবর্তক কে?

- ইলমে নাহবের প্রথম প্রবর্তক কে এ নিয়ে পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়।

  ১। হযরত আলী রাঃ।

  ২। হযরত ওমর রাঃ।

  ৩। আব্দুর রহমান ইবনে হরমুয আল আ’রয।

  ৪। নসর বিন আসেম।

  ৫। আবুল আসওয়াদ দুয়ালী।

  তবে সঠিক কথা হলো ইলমে নাহবের প্রথম প্রবর্তক হযরত আলী রাঃ, তার আবিষ্কৃত কিছু উসূলকে সামনে রেখে হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়ালী নাহবের কাওয়ায়েদ সংকলন করেন।

  এমনকি বিভিন্ন বর্ণনায় এমনও আছে যে, আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে জিজ্ঞেস করা হলো “ من اين لك هذا النحو؟ قال: لفقت حدوده من على بن ابى طالب ” অর্থ : তুমি এই নাহব কোথায় পেলে? তিনি বললেন : আমি প্রান্ত নির্ধারণ করেছি হযরত আলী রাঃ থেকে।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ৬

নাহুমীরের মুসান্নিফের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১। কিতাবের নাম : নাহবেমীর।

২। লেখক : মীর আলী।

৩। পিতা : মোহাম্মদ বিন আলী।

৪। কুনিয়ত আবুল হাসান।

৫। উপাধি : জয়নুল আবেদীন।

৬। লেখক মীর সাইয়্যেদ শরিফ জুরজানী নামে প্রসিদ্ধ।

৭। জন্ম : তিনি **৭৪০** হিজরির **২২** শে শাবান উস্তারাবাদ এলাকার নিকটবর্তী একটি গ্রাম "তাউ" নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে ঐ স্থানকে জুরজান বলে।

৮। মৃত্যু : তিনি **৮১৬** হিজরিতে **৭৬** বছর বয়সে সিরাজ নগরে মৃত্যুবরণ করেন।

৯। লিখিত কিতাব :

١. صرف مير ٢. نحو مير ٣. شرح شراجية ٤. خلاصة الطيبي ٥. حاشة كشاف

٦. حاشية هداية ٧. حاشية مشكوة ٩. حاشية بيضاوى ١٠. شرح شمسية.

নাহবেমীর কিতাবের কয়েক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ

١. التيسير شرح نحومىر : مولانا شبير احمد رح.

٢. هديه شبير شرح نحومير : مولانا ادريس صاحب رح.

٣. بدر منير شرح نحومير : مولانا عبد الرب ميرا ٹهى

٤. فيض منير شرح اردو نحومير : مولانا عبد الله صاحب

٥. رياض النحو : مولانا مفتى محمد على صاحب

٦. فضل قدير :

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ৭

নাহবেমীর কিতাবের কিছু বৈশিষ্ট্য

এটি মীর সাইয়্যেদ শরিফ জুরজানি রহ. এর ইলমে নাহব সম্পর্কে লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এটি এক বিশেষ ও অভিনব পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। তাছাড়াও এটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় এই আন্দাজে লেখা হয়েছে যদি কেউ এটি ভালো করে বুঝে মুখস্থ করতে পারে। তাহলে এটি তার জন্য আরবী ইবারতের তারকীব বুঝতে ও ইরাব লাগিয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

نحومیر এর তারকীব

نحومیر এর তারকীব জানতে হলে এর মূল ইবারত জানতে হবে।

نحومیر এর মূল ইবারত হলো: **این کتاب نحومیر است**

این = مبتدا ___ کتاب = مضاف __ نحو = مضاف الیہ مضاف __ میر = مضاف __ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ میر سے ملکر ترکیب اضافی ہوکر کتاب مضاف کا مضاف الیہ. کتاب مضاف اپنے مضاف الیہ نحومیر سے ملکر ترکیب اضافی ہوکر - این- مبتدا کا خبر ہے - اور است حرف رابطہ ہے - مبتدا خبر اور حرف رابطہ ملکر جملہ اسمیہ خبریہ -

কিতাবের নাম নাহবেমীর রাখার তাৎপর্য।

এ কিতাবটি যেহেতু "নাহব" বিষয়ে লিখিত। এবং মুসান্নিফ রহ. "মীর" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই নামের সাথে নিসবত করেই এই কিতাবের নাম "নাহবে মীর" রাখা হয়েছে। সুতরাং নাহবেমীরের অর্থ হলো : মীরের ইচ্ছা।

নাহবেমীর কিতাব পড়ার দ্বারা কি কি উপকার হবে!

আরবী ভাষার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা **৩টি** কাজ করে এই কিতাব পড়লে **৩টি** ফায়দা হবে।

৩টি কাজ হলো এই :

১। ***مفردات لغات*** তথা আরবী একক শব্দাবলী মুখস্থ করা।

২। ***قواعد اشتقاق*** তথা শব্দ গঠন প্রণালীর পরিচয় শিক্ষা করা।

৩। ***علم الصرف*** এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আয়ত্ত করা।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ৮

ফায়দা ৩টি হলো এই :

১। সহজে আরবী তারকীব শিখতে পারবে।

২। معرب ও مبنی চিনতে পারবে।

৩। শুদ্ধরূপে আরবী ইবারত পড়ার শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্যে।

কিতাবের খুতবার অর্থ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। শুভ পরিণাম পরহেযগারদের জন্য এবং পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর ও তাঁর সমস্ত পরিবারবর্গের উপর।

"যা হোক, (হামদ ও সালাতের পর) তুমি জানো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সঠিক পথ দেখান। ইহা "ইলমে 'নাহব" সম্পর্কে লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব, যা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ও সাহায্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে অভিধানের অর্থবোধক একক শব্দসমূহ মুখস্থ করার পর, علم اشتقاق জানার পর এবং علم صرف এর আহাম আহাম বিষয়সমূহ মুখস্থ করার পর আরবী ترکیب এর অবস্থার দিকে সহজে পথ দেখায়, এবং معرب ও مبنی চেনার ব্যাপারে ও আরবী ইবারত পড়ার ব্যাপারে দ্রুতগতিতে শক্তি যোগায়।"

- মুসান্নিফ রহ.নাহবেমীর কিতাবের ভূমিকায় পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করছেন।

1. کیفیت کتاب = কিতাবের অবস্থা।
2. فن کتاب = কিতাবের বিষয়।
3. درجۂ کتاب = কিতাবের স্তর।
4. فن نحو کا موقوف علیہ = নাহব বিষয়ের নির্ভরশীল ইলম।
5. فوائد کتاب = কিতাবের উপকারিতা।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ৯

১। کیفیت کتاب = কিতাবের অবস্থা।

এই কিতাবের অবস্থা হলো : مختصر সংক্ষিপ্ত = ইবারত অল্প অর্থ বেশী।

২। فن کتاب = কিতাবের বিষয়। অর্থাৎ এ কিতাবটি কোন বিষয়ে লিখিত।

এই কিতাবটি "ইলমে নাহব" সম্পর্কে লিখিত।

৩। درجۂ کتاب = কিতাবের স্তর।

এ কিতাবটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে।

৪। فن نحو کا موقوف علیہ = নাহব বিষয়ের নির্ভরশীল ইলম।

نحو এর নির্ভরশীল বিষয় হলো ৩টি।

১। অভিধানের অর্থবোধক আরবী একক শব্দসমূহ মুখস্থ থাকা।

২। علم اشتقاق জানা থাকা।

৩। علم صرف এর আহাম আহাম বিষয়সমূহ মুখস্থ থাকা।

বি:দ্র: علم اشتقاق ঐ ইলমকে বলে। যা দ্বারা মাসদার থেকে فعل এবং اسم مشتاق বানানোর পদ্ধতি জানা যায়।

আর علم الصرف ঐ ইলম কে বলে যা দ্বারা تعليل এর মাধ্যমে আরবী কঠিন সীগাহসমূহকে

৫। فوائد کتاب = কিতাবের উপকারিতা।

এই কিতাব পড়লে তিনটি লাভ হবে।

১। আরবী ترکیب এর অবস্থা জানা যাবে।

২। معرب ও مبنی চেনা যাবে।

৩। সহীহ -শুদ্ধরূপে আরবী ইবারত পড়া যাবে।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১০

প্রথম পরিচ্ছেদ

- لفظ এর পরিচয় : মানুষ যাহা উচ্চারণ করিতে পারে তাকে لفظ বলে।
- لفظ দুই প্রকার : ১। لفظ موضوع অর্থবোধক শব্দ ২। لفظ مهمل নিরর্থক শব্দ।
- অর্থবোধক শব্দকে لفظ موضوع বলে। যেমন : زيد ، قلم
- নিরর্থক শব্দকে لفظ مهمل বলে। যেমন : ديز ، لقم
- لفظ موضوع বা আরবী ভাষায় ব্যাবহৃত শব্দ দুই প্রকার : ১। مفرد ২। مركب
- مفرد এর পরিচয় : مفرد ঐ একক শব্দকে বলে।যাহা একটি অর্থ বুঝায়।
- مفرد এর অপর নাম কালিমা। কালিমা তিন প্রকার : ১। اسم ২। فعل ৩। حرف
- اسم এর পরিচয় : اسم ঐ কালিমাকে বলে। যাহা নিজেই নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝাতে পারে। এবং তার মধ্যে তিন যামানার কোন এক যামানা পাওয়া যায় না। যেমন : زيد ، رجل ، مدرسة
- فعل এর পরিচয় : فعل ঐ কালিমাকে বলে। যাহা নিজেই নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝাতে পারে। এবং তার মধ্যে তিন যামানার কোন এক যামানা পাওয়া যায়। যেমন : ضَرَبَ ، سَمِعَ ، قَتَلَ
- حرف এর পরিচয় : حرف ঐ কালিমাকে বলে। যাহা অন্য কালিমার সাথে মিলা ব্যতীত নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝাতে পারে না। যেমন : هَلْ ، مِنْ ، إِلٰى

লফয ও কালিমার মাঝে পার্থক্য

১। لفظ এটি عام আর كلمه হলো خاص

২। لفظ এটি مفرد ও হতে পারে مركب ও হতে পারে। কিন্তু কালিমা শুধু مفرد ই হয়। কালিমা مركب হতে পারে না। যেমন : رَاشِدٌ عَالِمٌ এটা لفظ তবে كلمه নয়। বরং كلام

৩। লফয مستعمل এবং غير مستعمل উভয়টি হতে পারে। কালিমা শুধু مستعمل ই হয়। غير مستعمل হয় না। যেমন : لقم এটি لفظ তবে كلمه নয়। কারণ এটি অর্থহীন ও অব্যবহৃত।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১১

- مركب এর পরিচয় : مركب ঐ শব্দকে বলে। যাহা দুই বা ততোধিক কালিমা দ্বারা গঠিত হয়।
- مركب দুই প্রকার : ১। مركب غير مفيد ২। مركب مفيد
- مركب مفيد এর পরিচয় : مركب مفيد ঐ মুরাক্কবকে বলে। যার বক্তা বক্তব্য দিয়া ক্ষান্ত করিলে শ্রোতার কোন খবর বা তলব হাসিল হয়।
  বা বক্তার বক্তব্যের উপর শ্রোতার চুপ থাকা শুদ্ধ হয়।
  বা সম্পূর্ণ কথাকে مركب مفيد বলে। আর অসম্পূর্ণ কথাকে مركب غير مفيد বলে।
- مركب مفيد কে مركب تام، كلام، جمله ও مركب إسنادي বলে।
- جمله দুই প্রকার : ১। جملهٔ خبريه ২। جملهٔ إنشائية

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

- جملهٔ خبرية এর পরিচয় : جملهٔ خبريه ঐ জুমলাকে বলে যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়। যেমন : زيد قائم، الارض فوقنا ، السماء تحتنا
- جملهٔ خبرية দুই প্রকার : ১। جملهٔ اسمية ২। جملهٔ فعلية
- جملهٔ اسمية এর পরিচয় : جملهٔ اسمية ঐ জুমলাকে বলে। যার প্রথম অংশ اسم হয়। যেমন : زيد عالم
- جملهٔ اسمية এর প্রথম অংশ مسند اليه তাকে مبتدأ বলে। আর দ্বিতীয় অংশ مسند তাকে خبر বলে।
- جملهٔ فعلية এর পরিচয় : جملهٔ فعلية ঐ জুমলাকে বলে। যার প্রথম অংশ فعل হয়। যেমন : ضَرَبَ زَيدٌ
- جملهٔ فعلية এর প্রথম অংশ مسند তাকে فعل বলে। আর দ্বিতীয় অংশ مسند اليه তাকে فاعل বলে।

বিঃদ্রঃ : حكم কে مسند বলে। আর যার উপর حكم লাগানো হয়। তাকে مسند اليه বলে।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১২

1. اسم মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহি উভয়টি হতে পারে।
2. فعل মুসনাদ হতে পারে। মুসনাদ ইলাইহি হতে পারে না।
3. حرف মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহি কোনটিই হতে পারে না।

- جملهٔ إنشائية এর পরিচয় : جملهٔ إنشائية ঐ জুমলাকে বলে যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় না। যেমন : إِضْرِبْ

جملهٔ إنشائية দশ প্রকার :

١. أمر ٢. نهى ٣. إستفهام ٤. تمنى ٥. ترجي ٦. عقود ٧. نداء ٨. عرض ٩. قسم ١٠. تعجب

1. أمر অর্থ আদেশ করা। যেমন : إِضْرِبْ তুমি প্রহার করো।
2. نهى অর্থ নিষেধ করা। যেমন : لَا تَضْرِبْ তুমি প্রহার করো না।
3. إستفهام অর্থ প্রশ্ন করা। যেমন : هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ যায়েদ কি প্রহার করলো?
4. تمني অর্থ আকাঙ্ক্ষা করা। যেমন : لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ আহা যায়েদ যদি উপস্থিত হইতো!
5. ترجي অর্থ আশা করা। যেমন : لَعَلَّ عَمْرًا غَائِبٌ আশা করি আমর অনুপস্থিত।
6. عقوظ অর্থ চুক্তি, বন্ধন। যেমন : بِعْتُ إِشْتَرَيْتُ এক জন বললো : আমি বিক্রি করলাম। অপরজন বললো : আমি ক্রয় করলাম।
7. نداء অর্থ ডাকা, আহবান করা। যেমন : يَا اَللّٰه হে আল্লাহ!
8. عرض অর্থ আবদার, অনুরোধ। যেমন : اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا তুমি আমাদের নিকট আসো না কেন? আসলে লাভবান হতে।
9. قسم অর্থ শপথ। যেমন : وَاللهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا আল্লাহর শপথ আমি যায়েদকে প্রহার করবো।
10. تعجب অর্থ আশ্চর্যান্বিত হওয়া যেমন : مَا اَحْسَنَهٗ وَاَحْسِنْ بِهٖ ইহা কতই না সুন্দর! ইহা কতই না সুন্দর!

- জুমলায়ে ইনশাইয়্যা মোট ১৪ প্রকার কিতাবে ১০ প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

- مرکب غیر مفید এর পরিচয় : مرکب غیر مفید ঐ মুরাক্কবকে বলে। যার বক্তা বক্তব্য দিয়া ক্ষান্ত করিলে শ্রোতার কোন খবর বা তলব হাসিল হয় না।
  বা বক্তার বক্তব্যের উপর শ্রোতার চুপ থাকা শুদ্ধ হয় না।
  বা সম্পূর্ণ কথাকে مرکب مفید বলে। আর অসম্পূর্ণ কথাকে مرکب غیر مفید বলে।
- مرکب غیر مفید কে مرکب غیر تام ও مرکب ناقص বলে।
- مرکب مفید এর মধ্যে مسند এবং مسند الیه উভয়টি একসাথে পাওয়া যায়। তাই مرکب مفید কে مرکب تام বলে।
- আর مرکب غیر مفید এর মধ্যে مسند এবং مسند الیه উভয়টি একসাথে পাওয়া যায় না। তাই তাকে مرکب غیر تام ও مرکب ناقص বলে।
- مرکب غیر مفید সর্বমোট পাঁচ প্রকার। কিন্তু মুসান্নিফ রহ: নাহবেমীর কিতাবে শুধু তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন।
- مرکب غیر مفید এর পাঁচ প্রকার হলো :
  ১। إضافي ২। توصيفي ৩। بنائي ৪। منع صرف ৫। صوتي

❖ এই পাঁচ প্রকারকে দুইভাগে বিভক্ত ১। مرکب تقییدی ২। مرکب غیر تقییدی

- مرکب تقییدی এর পরিচয় : مرکب تقييدي ঐ مرکب কে বলে। যার দ্বিতীয় جزء প্রথম جزء এর জন্য قید হয়। যেমন : غُلَامُ زَيْدٍ
- مرکب غیر تقییدی এর পরিচয় : مرکب غیر تقييدي ঐ مرکب কে বলে। যার দ্বিতীয় جزء প্রথম جزء এর জন্য قید হয় না। যেমন : اَحَدَ عَشَرَ

❖ مرکب تقییدی দুই প্রকার : ১। إضافي ২। توصيفي

- مرکب إضافي এর পরিচয় : مرکب إضافي ঐ مرکب কে বলে। যাহা مضاف এবং مضاف الیه মিলে গঠিত হয়। যেমন : غُلَامُ زَيْدٍ

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৪

- যাকে সংযোগ করা হয় তাকে مضاف বলে।
- যার সাথে সংযোগ করা হয় তাকে مضاف اليه বলে।
- مضاف ও مضاف اليه এর মাঝের সম্পর্ক কে إضافت বলে।
- আরবী এবং ফার্সীতে مضاف আগে আসে। এবং مضاف اليه পরে আসে। আর উর্দু ও বাংলাতে مضاف اليه আগে আসে। এবং مضاف পরে আসে।
- مضاف اليه সর্বদা مجرور হয়।
- مضاف এর উপর কখনো الف لام এবং تنوين হয় না।

❑ مركب توصيفي এর পরিচয় : مركب توصيفى ঐ مركب কে বলে। যাহা موصوف এবং صفت মিলে গঠিত হয়। যেমন : قَلَمٌ جَدِيْدٌ

- مركب توصيفي এর দ্বিতীয় جزء প্রথম جزء এর অবস্থা বর্ণনা করে।
- যে اسم দ্বারা অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে موصوف ও منعوت বলে। আর যে ইসম দ্বারা অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে صفت ও نعت বলে।
- مركب توصيفى এর সংঙা এভাবেও বলা যায় :
  مركب توصيفى ঐ مركب কে বলে। যাহা দুটি ইসম দ্বারা মুরাক্কাব হয়। এবং একটি ইসম অপর ইসমের অবস্থা বর্ণনা করে।
- مركب توصيفى কে ও مركب وصفى বলে।

❑ مركب غير تقييدي তিন প্রকার : ১। ২। منع صرف ৩। صوتى

- مركب بنائى এর পরিচয় : مركب بنائى ঐ মুরাক্কাবকে বলে। যাতে দুটি ইসমকে এক করা হয়। এবং দ্বিতীয় ইসমটি একটি হরফকে তার যেমেনে রাখে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ইসমটির পূর্বে একটি হরফ লুক্কায়িত থাকে। যেমন : اَحَدَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দাবলী। সেগুলো হলো : اَحَدَ عَشَرَ ، اِثْنَا عَشَرَ ، ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، اَرْبَعَةَ عَشَرَ ، خَمْسَةَ عَشَرَ ، سِتَّةَ عَشَرَ ، سَبْعَةَ عَشَرَ ، ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، تِسْعَةَ عَشَرَ.

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৫

এগুলো মূলত ছিলো :

اَحَدٌ وَّ عَشَرٌ ، اِثْنَانِ وَّ عَشَرٌ ، ثَلَاثَةٌ وَّ عَشَرٌ ، اَرْبَعَةٌ وَّ عَشَرٌ ، خَمْسَةٌ وَّ عَشَرٌ ، سِتَّةٌ وَّ عَشَرٌ ،سَبْعَةٌ وَّ عَشَرٌ ، ثَمَانِيَةٌ وَّ عَشَرٌ ، تِسْعَةٌ وَّ عَشَرٌ۔

- واو কে হযফ করে দুটি ইসমকে এক করা হয়েছে।

- مرکب بنائی এর হুকুম : مرکب بنائی এর উভয় অংশ فتحه এর উপর مبنى হয়। শুধু اِثْنَا عَشَرَ ব্যতীত। اِثْنَا عَشَرَ এর প্রথম অংশ اِثْنَا হলো معرب আর দ্বিতীয় অংশ عَشَرَ হলো مبنى
- مرکب بنائی এর অপর নাম مرکب تعدادی

❖ مرکب منع صرف এর পরিচয় : مرکب منع صرف ঐ মুরাক্কাবকে বলে। যাতে দুটি ইসমকে এক করা হয়। এবং দ্বিতীয় ইসমটি কোন হরফকে তার যেমেনে রাখে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় ইসমটির পূর্বে একটি হরফ লুক্কায়িত থাকে না। যেমন : بَعَلَبَكٌّ ، حَضَرَمَوْتُ ، اَحْمَدْ جَمِيْلْ ، حُسَيْنْ اَحْمَدْ

- مرکب منع صرف এর হুকুম : مرکب منع صرف এর প্রথম অংশ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট مبنى على الفتح হবে। আর দ্বিতীয় অংশ معرب হবে। তথা عامل অনুযায়ী إعراب হবে।
- مرکب منع صرف এর অপর নাম مرکب مزجی ، مرکب امتزاجی ، غیر منصرف

❑ مرکب غیر مفید সর্বদা জুমলার একটি অংশ হয়। পূর্ণ বাক্য হয় না। যেমন :

غُلَامُ زَيْدٍ قَائِمٌ ، عِنْدِيْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، جَاءَ بَعَلَبَكٌّ

❖ مرکب صوتی এর পরিচয় : مرکب صوتی ঐ মুরাক্কাবকে বলে। যাহা একটি ইসম ও একটি আওয়াজ দ্বারা গঠিত হয়। যেমন : سِيْبَوَيْهِ ، رَاهْوَيْهِ

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

- কোন জুমলা দুই কালিমার কমে হয় না। চাই দুটি কালিমা لفظًا হোক। যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ ، ضَرَبَ زَيْدٌ অথবা تقديرا হোক। যেমন : اِضْرِبْ এর মধ্যে اَنْتَ যমীর লুক্কায়িত আছে।
- জুমলার মধ্যে কালিমা দুইয়ের অধিক ও হতে পারে। অধিক হওয়ার কোন সীমা নেই।

জুমলার মধ্যে কালিমা দুইয়ের অধিক হলে চারটি কাজ করতে হবে।

1. اسم ، فعل ، حرف কে আলাদা আলাদা চিনে নিতে হবে।
2. দেখতে হবে কোনটি مُعرب ও কোনটি مبنى
3. দেখতে হবে কোনটি عامِل ও কোনটি مَعْمُول
4. জানতে হবে কালিমা গুলোর মাঝে সম্পর্ক কেমন?

এই চারটি কাজ করার পর দুটি ফায়দা হবে।

1. مسند এবং مسند اليه স্পষ্ট হয়ে যাবে।
2. জুমলার অর্থ ভালোভাবে বুঝে আসবে।

- আলামত : আলামত ঐ চিহ্নকে বলে। যার দ্বারা কোন বস্তুকে চিনা যায়।
- বা আলামত বস্তুর ঐ أوصاف কে বলে। যা তার মধ্যে পাওয়া যায়। অন্য বস্তুর মাঝে পাওয়া যায় না।
- যত নাম, মাছদার, যমীর সব ইসম। আর যতো কাজ সব ফেয়েল।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

اسم এর আলামত ১২টি

1. শুরুতে আলিফ লাম হওয়া। যেমন : اَلْحَمْدُ
2. শুরুতে حرف جر হওয়া। যেমন : بِزَيْدٍ
3. শেষে তানবীন হওয়া। যেমন : زَيْدٌ
4. مسند اليه হওয়া। যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে زَيْدٌ
5. مضاف হওয়া। যেমন : غُلَامُ زَيْدٍ এর মধ্যে غُلَامُ
6. مصغر তথা تصغير এর ওজনে হওয়া। যেমন : قُرَيْشٌ
7. منسوب তথা শেষে يائے نسبتی হওয়া। যেমন : بُخَارِيٌّ ، مَدَنِيٌّ ، بَغْدَادِيٌّ
8. مثنى তথা تثنية হওয়া। যেমন : رَجُلَانِ ، قَلَمَانِ
9. مجموع তথা جمع হওয়া। যেমন : رِجَالٌ ، عُلَمَاءُ
10. موصوف হওয়া। যেমন : رَجُلٌ عَالِمٌ এর মধ্যে رَجُلٌ
11. কালিমার শুরুতে تائے متحرك যুক্ত হওয়া। অর্থাৎ ঐ (ة) যাহা এর وقف এর সময় (ه) হয়ে যায়। যেমন : ضَارِبَةٌ ، خَدِيْجَةُ
12. কালিমার শুরুতে حرف نداء হওয়া। যেমন : يَا مُوْسٰى

❖ تصغير এর ওজন তিনটি : ١. فُعَيْلٌ ٢. فُعَيْلِلٌ ٣. فُعَيْلِيْلٌ আবার কখনো فُعَيْلَةٌ এর ওজনেও আসে।

- مصغر ঐ ইসমকে বলে। ছোট, তুচ্ছ, সম্মান, প্রিয় বুঝানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই তিন ওজনে আনা হয়।
- اسم منسوب ঐ ইসমকে বলে। যার শেষে يائے نسبتی যুক্ত করে কোন বস্তুকে তার দিকে নেসবত করা হয়।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৮

فعل এর আলামত ১০টি

1. কালিমার শুরুতে قَدْ হওয়া। যেমন : قَدْ ضَرَبَ
2. কালিমার শুরুতে س হওয়া। যেমন : سَيَضَرَبَ
3. কালিমার শুরুতে سَوْفَ হওয়া। যেমন : سَوْفَ يَضْرِبُ
4. কালিমার শুরুতে حرف جزم হওয়া। যেমন : اِنْ يَضْرِبْ ، لَمْ يَضْرِبْ
5. কালিমার সাথে ضمير مرفوع متصل যুক্ত হওয়া। যেমন : ضَرَبْتُ ، ضَرَبْتِ ، ضَرَبْتَ
6. কালিমার শেষে تائے تانيث ساكنه হওয়া। যেমন : ضَرَبَتْ
7. أمر হওয়া। যেমন : اِضْرِبْ ، اُنْصُرْ
8. نہی হওয়া। যেমন : لَا تَضْرِبْ ، لَا تَنْصُرْ
9. ماضی হওয়া। যেমন : ضَرَبَ ، نَصَرَ ، قَتَلَ
10. مضارع হওয়া। যেমন : يَضْرِبُ ، يَنْصُرُ ، يَقْتُلُ

❖ হরফের আলামত : হরফের বিশেষ কোন আলামত নাই। তবে اسم এবং فعل এর আলামত সমূহ হতে কোন আলামত না হওয়াই হরফের আলামত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

- শেষ অক্ষরের অবস্থা অনুযায়ী সকল আরবী কালিমা দুই প্রকার :
  ১। معرب ২। مبنی
- معرب এর পরিচয় : معرب ঐ কালিমাকে বলে। যার শুরুতে বিভিন্ন প্রকার عامل আসার কারণে শেষে বিভিন্ন রকম হয়।
- عامل ঐ কালিমাকে বলে। যার কারণে إعراب তথা رفع ، نصب ، جر হয়।
- معمول ঐ কালিমাকে বলে। যার উপর عامل আসে।
- إعراب ঐ হরফ বা হরকতকে বলে। যাহা معرب এর শেষে হয়। এবং عامل এর পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হয়।

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ১৯

- معرب এর শেষ অক্ষরকে محل إعراب বলে। যেমন :

جَاءَ زَيْدٌ ، رَأَيْتُ زَيْدًا ، مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

এর মধ্যে زَيْد হলো معرب ও معمول আর جَاءَ ، رَأَيْتُ ، ب হলো عامل আর زَيْد শব্দের دال হলো محل إعراب আর ضمه - فتحه - كسره হলো إعراب

- مبني এর পরিচয় : مبنى ঐ কালিমাকে বলে। যার শুরুতে বিভিন্ন প্রকার عامل আসলেও শেষে বিভিন্ন রকম হয় না। যেমন :
جَاءَ هٰؤُلَاءِ - رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ - مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ এর মধ্যে هٰؤُلَاءِ

مبنی آں باشد کہ ماند بر قرار : معـرب آں باشد کہ گردد بار بار

- কালিমার শেষে কোন إعراب না হওয়াকে ساكن বলে।

ساكن ও جزم এর মাঝে পার্থক্য

1. جزم কালিমার শেষে হয়। আর ساكن কালিমার মাঝখানে ও হয়।
2. جزم এর জন্য জুমলার উপর عامل جازم আসতে হয়। আর سكون এর জন্য কোন عامل শর্ত নয়।
3. جزم এটি فعل এর সাথে خاص আর سكون এটি اسم - فعل - حرف তিনোটার মাঝেই হয়।
4. جزم কোন কিছুর পরিবর্তে আসে না। তবে سكون কখনো তানবীনের পরিবর্তে আসে।

- اسم এর إعراب এর তিনটি : رفع ، نصب ، جر
- فعل এর إعراب তিনটি : رفع ، نصب ، جزم
- সুতরাং جر ইসমের সাথে খাছ। আর جزم এটি فعل সাথে খাছ।
- আর رفع ، نصب এ দুটি اسم - فعل উভয়ের মাঝে مشترك

মোকাদ্দামায়ে নাহবেমীর - ২০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

- مبنى দুই প্রকার : ১। مبنى أصل ২। مبنى غير أصل
- مبنى أصل তিন প্রকার : ١. جمله حروف ٢. فعل ماضى ٣. امر حاضر معروف
- مبنى غير أصل তিন প্রকার :

  ٤. فعل مضارع بانونهائے جمع مؤنث وبانونهائے تاكيد ٥. اسم غير متمكن

  ٦. اسم متمكن قبل التركيب
- مبنى সর্বোমোট ছয় প্রকার :

  ١. جمله حروف ٢. فعل ماضى ٣. امر حاضر معروف ٤. فعل مضارع بانونهائے جمع مؤنث وبانونهائے تاكيد ٥. اسم غير متمكن ٦. اسم متمكن قبل التركيب
- معرب দুই প্রকার :

১। اسم متمكن واقع در تركيب (اسم متمكن যখন তারকীবের মধ্যে হয়)
অর্থাৎ যখন اسم متمكن এর উপর عامل আসে।

২। فعل مضارع بے نونهائے جمع مؤنث و بے نونهائے تاكيد

(فعل مضارع যখন نون جمع مؤنث ও نون تاكيد থেকে খালি হয়)

- <u>مبنى أصل এর পরিচয় :</u> مبنى أصل ঐ مبنى কে বলে। যাহা মূল গঠনে مبنى হয়।
- <u>مبنى غير أصل এর পরিচয় :</u> مبنى غير أصل ঐ مبنى কে বলে। যাহা মূল গঠনে مبنى নয়।
- <u>اسم غير متمكن এর পরিচয় :</u> اسم غير متمكن ঐ اسم কে বলে। যাহা مبنى أصل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে।
- اسم غير متمكن কে اسم مبنى ও বলে।
- <u>اسم متمكن এর পরিচয় :</u> اسم متمكن ঐ اسم কে বলে। যাহা مبنى أصل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না।
- اسم متمكن কে اسم معرب ও বলে।

- ❖ متمكن এটি বাবে تفعل এর اسم فاعل এর সীগাহ্।
- ▪ التمكن মাছদারটি متعدى - لازم উভয় অর্থে ব্যবহার হয়।
- ▪ متمكن অর্থ : জায়গা প্রদান কারী।
- ▪ যেহেতু اسم معرب আমেলকে তার শেষে আমর করার সুযোগ দেয়। তাই اسم معرب কে اسم متمكن বলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোকাদ্দামায়ে নাহ্‌বেমীর - ২২

মোকাদ্দামায়ে নাহ্‌বেমীর - ২৩

মোকাদ্দামায়ে নাহ্‌বেমীর - ২৪

মোকাদ্দামায়ে নাহ্‌বেমীর - ২৫

মোকাদ্দামায়ে নাহ্‌বেমীর - ২৬

মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ২৭

মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ২৮

মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ২৯

মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ৩০
মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ৩১
মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ৩২
মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ৩৩
মোকাদ্দামায়ে নাহ্বেমীর - ৩৪